মামলা ও আইনগত বিষয় সমুহঃ

(১) মামলা দায়ের সংক্রামতঃ খেলাপী কিস্তির সংখ্যা ২৪ কিস্তি এবং মেয়াদ উর্ত্তীণ ঋণকেসে বকেয়ার পরিমাণ ৫০০০/- টাকার উর্ধ্বে হলে ঋণের পাওনা আদায়ের জন্য কর্পোরেশন মামলা দায়ের করে থাকে।

(ক) **মিস মামলাঃ** খেলাপী ঋণ গ্রহীতার সাথে পাওনা আদায়ের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা হয়। ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে সাড়া পাওনা না গেলে খেলাপী ঋণ গ্রহীতার প্রতি পর্যায়ক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় তাগাদা পত্র ও সর্বশেষ ২১ দিনের সময় দিয়ে লিগ্যাল নোটিশ ইস্যু করা হয়। লিগ্যাল নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ না করলে সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে পি.ও-৭/১৯৭৩ এর ২৭ ধারা মোতাবেক জেলা জজ আদালতে মিস মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য , কর্পোরেশনের পাওনা আদায়ের জন্য এ্যাডভেলোরাম কোর্ট ফি' দাখিল সাপেক্ষে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরের সুযোগ আছে।

* কর্পোরেশন কর্তৃক দায়েরকৃত মিস মামলার আরজিতে সম্ভাব্য মামলা খরচ, আদায় কালতক সুদসহ সমুদয় পাওনা ও খেলাপী আসলের উপর ৩% হারে সুদসহ বাড়ি বিক্রয়ের ডিক্রি চাওয়া হয়।

(খ) **জারী মামলাঃ** মিস মামলায় ডিক্রি পাওয়ার পর গ্রহীতা ডিক্রির শর্ত মোতাবেক ৩ মাসের মধ্যে পাওনা পরিশোধ না করলে কর্পোরেশনের পক্ষে ডিক্রি কার্যকর করার জন্য জারী মামলা দায়ের করা হয়।

* জারী মামলায় আদালতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত নিলামে বন্ধকী বাড়ী বিক্রয় পূর্বক কর্পোরেশনের পাওনা আদায় না হলে বা নিলামে কোন বিডার অংশ গ্রহণ না করলে ৩য় নিলামের মাধ্যমে আদালতে পাউন্ডেজ ফি' দাখিল পূর্বক কর্পোরেশনের পক্ষে বাড়ী ক্রয়ের আবেদন করা হয়। পাউন্ডেজ ফি' জমার তারিখ হতে ১ মাসের মধ্যে নিলাম রদ না হলে আদালত কর্পোরেশনের পক্ষে সেল সার্টিফিকেট প্রদান করে। আদালতের মাধ্যমে কর্পোরেশন ক্রয়কৃত বন্ধকী বাড়ীর দখল গ্রহণ করে। এভাবে ক্রয়কৃত বাড়ী কর্পোরেশনের খরিদাবাড়ীতে পরিণত হয়।

(গ) **আপীল মামলাঃ** কোন মামলার (মিস বা জারী) রায় কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থি হলে পি.ও-৭/১৯৭৩ এর ধারা ২৭ উপধারা ১০ মোতাবেক রায় প্রদানের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে মহামান্য হাইকোর্টে আপীল মামলা দায়ের করা হয়।

* অর্থঋন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থি হলে অর্থঋণ আদালত আইন- ২০০৩ এর ৪১ ধারা মোতাবেক ৩০ দিনের মধ্যে জেলা জজ আদালতে আপীল বা রিভিশন মামলা দায়ের করা হয়।

* জেলা জজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থি হলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে আপীল মামলা দায়ের করা হয়।

উল্লেখ্য, অর্থঋণ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হলে ৬০ দিনের মধ্যে সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগে আপীল বা রিভিশন মামলা দায়ের করা হয়।

* হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় কর্পোরেশনের স্বার্থের পরিপন্থি হলে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল মামলা দায়ের করা হয়।

(২) মামলাধীন ঋণকেসে রিসিডিউল প্রদান ও সোলেমুলে মামলা নিষ্পত্তিঃ মামলা চলাকালীন যেকোন সময়ে গ্রহীতা রিসিডিউল প্রদান পূর্বক মামলা সোলেমুলে নিষ্পত্তি করার আবেদন করতে পারেন। রিসিডিউলের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় টাকা জমা করে আদালতে হাজির হয়ে সোলেনামা শুনানী করে মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। উল্লেখ্য, গ্রহীতা সোলেশর্ত ভঙ্গ করলে পুন:রায় মামলা চালু / দায়ের করা হয়।

(৩) ঋণ হিসাব চূড়ামত নিস্পত্তির পর দলিল পত্র ফেরৎ সংক্রামতঃ ঋণ হিসাব চূড়ামত নিস্পত্তি হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে গ্রহীতাকে দলিল পত্র ফেরৎ নেয়ার জন্য বলা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে দলিল পত্র ফেরৎ না নিলে বা কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ না করলে বহুল প্রচারিত দুটি বাংলা ও একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নাম ঠিকানা উল্লেখ পূর্বক দলিলপত্র ফেরৎ নেয়ার জন্য নোটিশ দেয়া হয়।

* এরপরও দলিলপত্র ফেরৎ নিতে না আসলে গ্রহীতার উত্তরাধিকারী বা স্থলাবর্তীগণের মধ্যে যিনি কর্পোরেশনের ঋণ পরিশোধ করেছেন বা দলিলপত্র ফেরৎ নিতে আগ্রহী তার নিকট হতে দলিল ফেরৎ গ্রহণের সকল দায় দায়িত্ব গ্রহণের একটি নোটারাইজড ইনডেমনিটি বন্ড নিয়ে দলিলপত্র ফেরৎ দেয়া হয়।

* এরপরও বন্ধকী দলিলপত্র ফেরৎ নিতে না আসলে উক্ত দলিলগুলো দাবীদারহীন দলিল হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হয় ; যা সংরক্ষনের বিষয়ে কর্পোরেশনের কোন দায় দায়িত্ব থাকেনা।